মীরাকেল
সেন্সর
সুমন্ত কুমার দাস
সুকুদা সেলফ পাবলিকেশন

মীরাকেল সেন্সর
প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০২৪
---কুড়ি টাকা ---
প্রচ্ছদ পট ও অলংকরণ :
সুমন্ত কুমার দাস (9811525928)
ISBN: 978-93-6076-265-0

শব্দগ্রস্থন
A5, টাওয়ার ১০, টাইপ ৫, ইস্ট কিদ্বয় নগর, নিউ দিল্লী ১১০০৫৪

সুকুদা সেলফ পাবলিকেশন প্রা. লি:, ৬৬৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৭৭ হইতে প্রকাশিত.

||১||

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার গুলোর মধ্যে গুইল্যাঙ যান এর মিরাকেল সেন্সর আবিষ্কার এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই মিরাকেল সেন্সর হলো মানুষের যেটা সিক্সথ সেন্স বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হয় , তাই। এই মিরাকেল সেন্সর মানুষের কপালের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট অপারেশন করে ইনস্টল করতে হয়। এই মিরাকেল সেন্সর যদি কোনো প্রাণীর কপালের মাঝখানে রাখা হয় তাহলে সেই প্রাণীর বুদ্ধি ক্ষমতা অনেক গুন বেড়ে যায়।

গুইল্যাঙ ইয়াং যখন প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন এই সেন্সরটি অর্থাৎ 2000 সালে তখন এটা

একটা মহিলাদের কপালের বড়ো টিপের মতো দেখতে ছিল।

ক্রমে ক্রমে এটার মধ্যে অনেক পরিবর্তন করা হয় এবং আরো উন্নত ধরণের "মিরাকেল সেন্সর " তৈরি করা হয় | মানুষের ওপর প্রয়োগ করার আগে এই সেন্সর বানর, কুকুর, বেড়াল, গরু, পাখি, এদের ওপরেও প্রয়োগ করা হয়েছিল | তবে মানুষের ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে |

মানুষের বুদ্ধি লক্ষ গুণ বেড়ে যায় এই সেন্সরের জন্য | তার ফলে মানুষের এখন কোনো এক্সিডেন্ট এর কবলে পরে না | কোনো মানুষকে এখন ভিক্ষা করতে হয় না , কোনো ক্রিকেট টীমকেই এখন হারানো যায় না, কোনো

দেশের ফুটবল টীম এখন হারে না | রাজনৈতিক মিটিং গুলোতে কোনো দেশেই এক রাজত্ব করতে পারে না | বলতে গেলে মানুষের মনে হতাশা, হীনমন্যতা বলতে পুরোপুরি উড়ে গেছে | এখন সমস্ত মানুষ পরিপূর্ণ এবং সাবলম্বী| সব মানুষের ভিতর এখন আনন্দ ভাব ফুটে ফুটে রয়েছে |

||২||

তানভী একজন রিসার্চ স্কলার সে এসেছে গুইল্যাঙ ইয়াং এর সাথে কাজ করতে এবং মিরাকেল সেন্সর নিয়ে ফারদার রিসার্চ করে পিএইচডি এর থিসিস কমপ্লিট করার জন্য | গুইল্যাঙ ইয়াং এর ফেবারিট ছাত্রী হলো তানভী

| তানভী ছলেবলে কৌশলে এবং রূপ দেখিয়ে মিরাকেল সেন্সর এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পেপার ইয়াং এর কাছ থেকে জোগাড় করে নিয়েছে এবং তার প্রতি ইয়াং এর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আরো অনেক কিছু কাজ সে এখন এই মিরাকেল সেন্সর এর ওপর চালিয়ে যাচ্ছে |

অফিসিয়ালি তানভী ব্যাচেলার হলেও রাত্রি বেলা ফোন করে মিরাকেল সেন্সর এর যাবতীয় তথ্য সে তার বয়ফ্রেন্ড প্রসূনকে পাস করতে থাকে| প্রসূনের নিজস্ব একটা গোপন ল্যাবরেটরি আছে | সেখানে বসে সে সেই গোপন তথ্যের সাহায্যে আর এক সুপার মিরাকেল সেন্সর তৈরি করছে| প্রসূনের মিরাকেল সেন্সরের মধ্যে একটু প্রব্লেম হচ্ছে, সেটা হলো এর প্রসেসিং টাইম

অনেক বেশি ইয়াং এর প্রসেসিং টাইমের তুলনায় | অনেকটা i9 এবং i3 এর প্রসেসিং টাইমের মতো | একটার প্রসেসিং টাইম 2.৫ GHz তো অন্যটার ৬ GHz প্রসূন যদিও আর্কিটেকচারটা তানভী যে ভাবে কপি করে পাঠিয়েছিল সেই ভাবেই ফলো করেছে কিন্তু তার ভিতরে প্রোপারটিস গুলো কোথায় কি ব্যবহৃত করেছে সেটার ডিটেলস প্রসূন কে পাঠায়নি | সেগুলো সে নিজের মতো করেই বানিয়েছে | সেখানেই সমস্যাটা হচ্ছে | সেই জন্যই ওর মিরাকেল সেন্সরের প্রসেসিং টাইম ইয়াং এর মিরাকেল সেন্সরের প্রসেসিং টাইম এর তুলনায় অনেক বেশি হচ্ছে | সে যাই হোক, স্লো হলেও প্রসূনের মিরাকেল সেন্সর মোটামুটি

ভালোই কাজ করে চলেছে | প্রসূন এখন ঠিক করেছে তানভীর কপালে সেটা ইনস্টল করে ইয়াং এর কাছে পাঠাবে যাতে ওর প্রোপার্টিস গুলো ঠিকঠাক ভাবে ধরে ফেলতে পারে|

||৩||

মিরাকেল সেন্সর এই সময়কার সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার | সুকুদামা কোম্পানির সবচেয়ে চর্চিত আবিষ্কার | যার কর্ণধার হলেন গুয়াং ইয়াং নিজে | মিরাকেল সেন্সর এক অত্যাধুনিক সময় সেন্সর | এটা মানুষকে বা প্রাণীকে সময়ের সাথে যুক্ত করে| যদিও মানুষ ঘড়ি ব্যবহার অনেক আগেই শিখে নিয়েছিল

কিন্তু ঘড়ি আর মিরাকেল সেন্সরের মধ্যে তফাৎ হলো ঘড়িতে টাইম একটা কনস্ট্যান্ট ইনক্রিমেন্ট এ বাড়তে থাকে কিন্তু আমাদের জীবন্ত প্রাণীদের বায়োলজিক্যাল ক্লক এই কনস্ট্যান্ট রেটে এ বাড়ে না | সবসময় যদি স্ট্যাবল নরমাল থাকে তাহলে হয়ত সমান রেটে এ এগোতে থাকে | কিন্তু বিভিন্ন কারণে মানুষের এই বায়োলজিক্যাল ক্লক কখনো জোরে চলে বা কখনো আস্তে চলে | এই মিরাকেল সেন্সরের কাজ হলো সেই গতি পরিবর্তনকেই ক্যাচ করা | আর একটা পূর্বানুমান করে ফেলা যে আগে গতি পরিবর্তন হতে চলেছে, না স্থির থাকবে | এই সেন্সর মানুষের শরীরেই ইনস্টল করতে হয় আর যেহেতু মানুষ নিজের শরীর কে ফীল

করতে পারে এবং বুঝতে পারে তার বায়োলজিক্যাল ক্লক জোরে ঘুরছে না আস্তে ঘুরছে | তারফলে এই সেন্সর লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের অস্তিত্বটা যেন আরো প্রবল করে বুঝতে পারে | এবং সম্পূর্ণ শরীরটাই যেন একটা যন্ত্রে পরিণত হয় যেমন একটা মোবাইল এ সিম লাগালে মোবাইলটা জাগ্রত হয়ে যায় |

Miracle sensor is a time sensor, that is a device that determines the time differential measured between two points without taking any time. Connections A and B are time space ports that connect to the two points where time is being monitored. Port T

is physical signal port that outputs the time differential value. Tc=TA-TB.

||৪||

তানভী আজকে প্রসূনের বানানো মিরাকেল সেন্সরটা পরে এসেছে সুকুদামা ল্যাবরেটরির মধ্যে | প্রসূন সেন্সরটা বেশ সুন্দর ক্যামোফ্লেজ করে বানিয়েছে , সিকিউরিটি গেটের স্ক্যান রুম দিয়ে যখন পাস করছিলো তখন ওটা স্ক্যানারে ধরা পড়েনি | সেন্সরটা পরে থাকার জন্য তানভী বুঝতে পারলো ইয়াং এখন ও অফিস এসে পৌঁছায়নি | ও খুব তাড়াতাড়ি ইয়াং এর অফিস ঘরে প্রবেশ করলো| তার কাছে এই পারমিশন

আছে | অফিস এসে দেখলো ইয়াং হলোগ্রাফি স্ক্রিন এ কালকে সার্কিট এর ওপর যথেষ্ট কাজ করে গেছে | তানভী তাড়াতাড়ি হলোগ্রাফি কোড টি কপি করে প্রসূনের কাছে পাঠিয়ে দিলো| প্রসূন ম্যাসাজটা রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলো ওপর ওপর যে ইন্টারফেস গুলো আছে সেগুলোর কোড তানভী পাঠিয়েছে| ইন্টারফেসের বিভিন্ন আইটেম গুলোর কি প্রোপারটিস ইয়াং সেট করেছে সেটা তানভী পাঠায়নি | ও সঙ্গে সঙ্গে তানভীকে কল করে বলে ইন্টারফেসের প্রোপারটিস গুলো পাঠাও | তানভী রিপ্লাই করে বলে দেখো এর বেশি কিছু ইয়াং লিখে রাখেনি , প্রোপারটিস এ কি সেট করেছে সেটা শুধু ইয়াং এর মাথাতেই আছে |

প্রসূন রেগে তানভীকে বকতে থাকে | তোমাকে এতদিন কিসের ট্রেনিং দিয়েছি? যে ভাবে পারো মধুচন্দ্রিমা করো, রতিক্রিয়া করো যেভাবে পারো ওর থেকে পুরো সিস্টেম আর্কিটেক্টচারটা বের করে আনো |

||৫||

প্রসূনের নির্দেশ ফলো না করলে ও কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তার অভিজ্ঞতা তানভীর যথেষ্ট হয়েছে| প্রসূন যখন নির্দেশ দিয়েছে সেটা তাকে করতেই হবে | তানভীর সম্যসা হলো ইয়াং এর মাথা থেকে এর উত্তর বের করা | ইয়াং একজন আত্মভোলা সাইন্টিস্ট ল্যাবরেটরিতে যখন অসফল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে

যায় তখন নিজেকে রিচার্জ করার জন্য ও তানভীকে কাছে ডেকে নেয়|

এই তো সেদিন ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড ছিল | তানভীর সাথে খেলা করে নিজেকে আবার ফিরে পায় | ইয়াং আত্মভোলা হলেও বিছানায় কিন্তু ও প্রসূনের তুলনায় অনেক বেশি বড়ো মাপদণ্ডের খেলোয়াড় |

একবার খেলা শুরু করলে 2-৩ ঘন্টার আগে থামে না | হাজার হাজার রকমের শট ওর জানা আছে | ইয়াং মাঝে মাঝে বলে সায়েন্সের পরীক্ষা আর স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে | মিলনের বিভিন্ন সূত্র নিয়ে ইয়াং তানভীর সাথে মাঝে মাঝে এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকে | এইতো সেদিন তানভীকে পুরো

উল্টো করে ইয়াং কোলে ধরেছিলো | ইয়াং এর রাসনেন্দ্রিয় তানভীর জননেন্দ্রিয়ের আর তানভীর মুখের ভিতর ইয়াং এর পুরুষাঙ্গ | তানভীর তো ভীষণ ভয় লাগছিলো একবার মনে হচ্ছিলো একবার যদি ইয়াং এর হাত ফস্কে যায় তাহলে ওর ঘাড়টা পুরো মটকে যাবে | ভয় হলেও তানভী সেদিন যা মজা পেয়েছিলো আর ইয়াং কে যা খুশি করেছিল সেই রকম আর কখনো হয়নি | এই সব কথা ভাবতে ভাবতে তানভীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো | ইয়াংকে যদি অনেকদিন ধরে উত্তপ্ত করে রাখা হয় তাহলে অতি সহজেই ওর থেকে মিরাকেল সেন্সরের সার্কিট আর প্রোপারটিস গুলো বুঝে ফেলা যাবে | আর এই সব করানোর জন্য চাই তানভীর প্রতি

ইয়াং এর অসীম আসক্তি বা নেশা, যাই বোলো। প্রত্যেকবার যেন তানভীকে ইয়াং এর নতুন লাগে।

তার আগে তানভীকে নিজের ওপর একটু কাজ করে নিতে হবে। খুব বিশেষ মেহনত করতে হবে না। ও এমনিতেই বেশ কিছুটা তৈরি আছে। তার ওপর একটু এদিক ওদিক পালিশ করলেই ও নেশার বস্তু হয়ে যাবে।

॥৬॥

মিরাকেল সেন্সরের নতুন ভার্সন মার্কেট এ রিলিজ হতে চলেছে। ফাইনাল রিলিজ এর আগে সবসময় ইয়াং তানভীর সাথে আলোচনা

করে | ও আর কারোর ওপর ভরসা করে না | কারণ ইয়াং মনে করে তানভী ওর লাকি চার্ম \ তানভী যদিও জানে ও সেন্সরের ব্যপারে বিশেষ কিছু বোঝে না ইয়াং ওকে আগলে থাকে ওর সাথে খেলা করে চার্জড আপ থাকার জন্য ওকে ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়ে রেখেছে |

একটা ১০ বাই ৫ ফিট এলসিডি টিভি এর মধ্যে মিরাকেল সেন্সরের আর্কিটেকচারটা ডিসপ্লে হয়ে আছে |ইয়াং একটা একটা করে কম্পোনেন্ট এর ভিতরে ক্লিক করে যাচ্ছে এবং তানভীর সাথে আলোচনা করছে |

হিউমান কনসাসনেস কম্পোনেন্টের ভিতরে গিয়ে প্রোপারটিস, ইন্টারফেস সব চেক করছে , ইয়াং বিড়বিড় করে বলতে থাকে ..."বুঝলে

তানভী এই ব্লক টাতেই গতবারের সেন্সরটার মধ্যে অনেক ফল্ট খুঁজে পাওয়া গেছিলো | সবচেয়ে বেশি এখানেই কমপ্লেইন আসে | "

ইউসাররা বেশি কমপ্লেইন এরজন্যেই করে থাকেন | বহুবার নাকি এই সেন্সর রঙ্গ প্রেডিকশন করেছে | আমরা চাই ৯৯.৯৯% accuracy এরজন্য এই ব্লক এর যে প্রোপারটিস গুলো সেট করা হয়েছে সেগুলোকে বারবার সিমুলেশন করে দেখতে হবে | তানভী তুমি এক কাজ করো এই ব্লকটাকে ভালো করে চেক করো |

||৭||

বেশ কিছুদিন ধরে তানভী গুইল্যাঙ ইয়াং কে খেলিয়ে খেলিয়ে এখন মোটামুটি বসে এনে

ফেলেছে| এদিকে ইয়াংও তার মিরাকেল সেন্সর কে অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট করে তুলেছে | গতকাল রাতে ইয়াং এর পারফরমেন্স সত্যিই অবাক হয়েছে তানভী | MS পরিধান করে ইয়াং এর এই রকম শক্তিশালী পারফরমেন্স তানভী প্রথম অনুভব করেছিল | তানভীর মনের ইচ্ছা যেন ইয়াং পুরোপুরি ১০০% বুঝে যাচ্ছিলো | যেখানে যে ভাবে টাচ ও লিক করাতে চাইছিলো তানভী ইয়াং যেন সব জেনে গিয়ে সেই ভাবেই এক্টিং করেছিলো | তানভী সোফার মধ্যে পুরোপুরি নিজেকে ইয়াং এর কাছে তুলে ধরেছিলো| আর ইয়াং মিরাকেল সেন্সর লাগিয়ে পাগল করছিলো | তানভী বেশি দেরি না করে

ইয়াংকে জিজ্ঞেস করে নিলো কি পরিবর্তন করেছো ইয়াং মিরাকেল সেন্সরের মধ্যে ?

ইয়াং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো সেন্সরের পলিসি এবং ভ্যালু ফাঙ্কশন রিপ্রেসেন্টেশন এ পরিবর্তন করেছি তাই সেন্সর আগে থেকেই তোমার মনের কথা আমাকে জানিয়ে দিছিলো এবং আমাকে সঠিক কাজটা ধরিয়ে দিছিলো |

পুরো এক্সপ্লানেশনটা তানভীর কাছে বুমেরাং হয়ে গেলো তাও ও কিছু প্রকাশ না করে ইয়াংকে জিজ্ঞেস করলো "ইয়াং তুমিতো পলিসি আর ভ্যালু ফাঙ্কশন তো সেন্সরের মধ্যে পরিবর্তন করেছো কিন্তু সেই পরিবর্তন আমার নিজের মধ্যে কি করে ইফেক্ট করলো আমার

চাহিদা ঠিক সেইভাবেই কি করে চেঞ্জ হয়ে গেলো ?"

তানভী আসলে সেন্সরের পলিসি আর ভ্যালু রিপ্রেসেন্টেশন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না কিন্তু ইয়াং এর সাথে থেকে থেকে ও এখন টেকনিকাল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে এক্সপার্ট হয়ে গেছে |

ইয়াং তানভীকে বোঝালো দেখো সেন্সরের মধ্যে আমি দুটো পার্টিশন করে দিয়েছি| একটা পার্ট এর নাম এক্টর এবং আরেকটার পার্ট এর নাম ক্রিটিক | ক্রিটিক তোমার বডি পজিশন দেখেই বুঝে যাচ্ছিলো তুমি কতটা স্যাটিসফেকশন এক্সপেক্ট করছো, আর এক্টর পার্ট আমাকে বলে দিছিলো এক্স্যাক্টলি কোন একশনটা আমাকে

পারফর্ম করতে হবে| কিন্তু তুমি এই দুটো পার্ট কে ট্রেন কখন করলে ইয়াং ? তানভী জিজ্ঞেস করলো ইয়াং উত্তর দিলো কাল রাতে ১০ ঘন্টা ধরে আমি ইন্টারনেট এ বসে বিভিন্ন সাইট ভিসিট করে করে এই সেন্সরকে ট্রেন করেছি|

||৮||

চারিদিকে বড়ো বড়ো এলসিডি টিভি সেট লাগানো হয়েছে| সিকিউরিটি খুবই শক্ত| আজ মিরাকেল সেন্সর এর লেটেস্ট উন্নত ভ্যারাইটি গুয়াং প্রেসিডেন্ট এর হাতে তুলে দেবেন| সারা পৃথিবীর থেকে সব নিউস চ্যানেলগুলো এখানে এসে জোর হয়েছে | ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী

এসেছেন | মিরাকেল সেন্সর সারা পৃথিবীতে তোলপাড় করে তুলেছে | সব সেনা প্রধানরাও এসে বসেছেন |

গুইল্যাঙ ইয়াং, এই সেন্সর প্রেসিডেন্ট এর হাতে তুলে দেবেন | প্রেসিডেন্ট ওই সেন্সরটি সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট পাইলট বালাকৃষ্ণান কে দিয়ে দেবেন যিনি এই সময় কার সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট ফাস্ট ফাইটার এয়ারক্রাফট নিয়ে আকাশে উড়বে এবং টার্গেট কে দেখার আগেই মিসাইল ফায়ার করে দেবেন এবং সেই মিসাইল টার্গেট কে কিল করতে পারে কিনা সেটা দিয়েই মিরাকেল সেন্সরের পারফরমেন্স জাজ করা হবে | বালাকৃষ্ণান ওই MS এর সহজেই আগত টার্গেটের ভবিষৎতের পজিশন ক্যাচ করে

ফেলবেন | আর ওই টার্গেট হলো আরেকটা হাইপারসোনিক মিসাইল যেটার ফায়ার করা হবে মেশিনের সাহায্যে কোনো unknown উদ্দেশে |

মিরাকেল সেন্সর যদি ফেল করে তাহলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান যথেষ্ট ভারী হবে | সেনা প্রধানরা গুইল্যাঙ ইয়াংকে এস্কর্ট করে প্রেসিডেন্ট এর সামনে নিয়ে আসে | আকাশে প্রবল গর্জন শুনতে পাওয়া যায় | ইয়াং একটা বাক্স থেকে একটা ছোট coin এর মতো মিরাকেল সেন্সর প্রেসিডেন্টর হাতে তুলে দেন | প্রেসিডেন্ট সেটা এয়ারফোর্স চিফ এর হাতে তুলে দেন | এবং একটা অর্ডার নৌসেনা চিফের হাতে তুলে দেন |

সকল সেনারা স্যালুট করে চলে এসে তাদের সাব অরডিনেট কে দেয় সেই অর্ডার বট্টন গুলো পাস করিয়ে দেয় | তিন সেনা জেনেরাল রা স্যালুট করে নিজের নিজের জীপে বসে সামনের বানানো কন্ট্রোল সেন্টার এর ভিতরে চলে যান|

৫-১০ মিনিট পরেই আকাশে রাফাল ফাইটার প্লেনের প্রবল গর্জন সোনা যায় | হটাৎ দেখা যায় ফাইটার এয়ারক্রাফট এর মধ্যে থেকে পরপর দুটো মিসাইল দুই বিপরীত দিকে ফায়ার করা হয় | কিন্তু কোনো টার্গেট দেখতে পাওয়া যায় না | দুই মিসাইল এর গতিপথ শুধু দেখতে পাওয়া যায়, ৫-৬ মিনিট পরে দেখা যায় দুটো হাইপারসোনিক মিসাইল আকাশের উপরের দিকে উড়ে চলেছে | সেই দুই মিসাইল এর

একটিতে ইন্ডিয়ান নেভির নীল আর আরেকটায় ইন্ডিয়ান আর্মির সবুজ রং লাগানো | যে মিসাইল রাফালে ফাইটার এয়ারক্রাফট থেকে বেরিয়েছিল সেটি একটু কম স্পিড এ চলছে কিন্তু যে পয়েন্ট এর দিকে সব মিসাইল গুলো ডাইরেক্ট হচ্ছিলো সেই দিকে প্রথম মিসাইলটা টা একটু এগিয়ে ছিল |

কয়েক সেকেন্ড এর মধ্যে দেখা গেলো ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স মিসাইল দুটো আর্মি নেভি এর মিসাইল গুলোকে ইন্টারসেপ্ট করে ফেলেছে | এবং প্রচন্ড বিস্ফোরণের আগুন আকাশের দিকে দেখা যাচ্ছে |

প্রেসিডেন্ট / প্রধানমন্ত্রী সকলে সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দাওয়া শুরু করে দেয় | সবাই

গুইল্যাঙ ইয়াং কে কংগ্রাজ্যুলেট করতে থাকে |

||৯||

তানভী যা ইনফরমেশন প্রসূন কে পাঠিয়েছিল সেগুলো দিয়ে সে একটা মিরাকেল সেন্সর বানিয়ে ফেলেছে | এখন শুধু একটা কিছু ইম্প্রোভ করে প্রমান করার অপেক্ষায় যে গুয়াং ইয়াং এর মিরাকেল সেন্সরের তুলনায় প্রসূনের মিরাকেল সেন্সরে অনেক বেশি শক্তিশালী | প্রসূনের মাথায় কিছুতেই কোনো আইডিয়া আসে না কি করলে ওর আবিষ্কার গুয়াং এর আবিষ্কারকে ছাপিয়ে যাবে | প্রশাসন জানে তানভী একমাত্র ব্যক্তি যে গুয়াং কে সবচেয়ে

বেশি কাছথেকে জানে। গুয়াং কি ভাবে কি করে সে সব তানভীর জানা আছে। তানভী প্রসূন কে ব্যাকট্রেকিং টেকনিক ফলো করতে বলে। তানভী একটা সেন্সরে গুয়াং এর কাছ থেকে উপহার পেয়ে ছিল, তানভী সেটা প্রসূন কে দিয়ে বলে এর মধ্যে যত সার্কিট আছে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এনালাইসিস করে দেখো এক একটা সার্কিটের কি কি কাজ? প্রসূন আর অন্য কোনো উপায় না দেখে তাই করবে ঠিক করে।

||১০||

প্রসূন ছোট মিরাকেল সেন্সরের মাদার বোর্ড এর ডায়াগ্রাম টা জায়ান্ট TV তে ডিসপ্লে করলো। পুরোটা মাদার বোর্ড শুধু সহস্র সহস্র জালি বা

নেট দিয়ে ভর্তি এগুলো নাকি মানুষের শরীরে সেন্সর গুলোর যে নেটওয়ার্ক তারই প্রতিকৃতি হিসেবে বানানো|

সবকটা নেটওয়ার্কের আবার একটা একটা নাম আছে| সবকটা নেটের অদ্ভুত অদ্ভুত নাম হলেও তাদের কাজ গুলো কি প্রসূন মোটামুটি বুঝতে পারলো| মিরাকেল সেন্সরের বেশিরভাগ network গুলো ফিডব্যাক প্রিন্সিপালের ওপর বেশ করে কাজ করে| প্রেডিকশন যদি ঠিক হয় তো ইউসার হ্যাপি হয় তার ফিডব্যাক মিরাকেল সেন্সর রিসিভ করে সিমিলারলি যখন প্রেডিকশন ম্যাচ করে না তখন ফিডব্যাক নেগেটিভ হয় সেটাও মিরাকেল সেন্সর রেজিস্টার করে রাখে এবং তার মডেল কে ট্রেন

করে।এই ভাবে যখন অনেক সময় চলতে থাকে মিরাকেল সেন্সরের পারফরমেন্স বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে সেই নেটওয়ার্ক ফিডব্যাক কে ক্লোস করে দেওয়া উচিত হয়ে পরে। সেইসব ক্ষেত্রে ওপেন লুপ / ক্লোস লুপ ফাঙ্কশন ব্যবহার হয়।

||১১||

গুইল্যাঙ ইয়াং মিরাকেল সেন্সর বানালেও ওর কিন্তু তার পরিধান করার প্রয়োজন হয় না। কারণ মিরাকেল সেন্সর কিভাবে কাজ করে তার লজিক ওর মাথার মধ্যে আছে শুধু যখন অনেক কমপ্লিকেটেড প্রব্লেম এসে পরে

কারণ মিরাকেল সেন্সর কিভাবে কাজ করে তার লজিক ওর মাথার মধ্যে আছে| শুধু যখন অনেক কমপ্লিকেটেড প্রবলেম এসে পড়ে যার কম্পিউটেশন নাম্বার লার্জ হয় তখন গোয়াংকে মিরাক্কেল সেন্সারের প্রয়োজন পড়ে | আজও গোয়ান সেন্সর টা পড়ে খুব চিন্তায় পড়ে গেছে| কারণ কাল প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে ফোনে বলা হয়েছে ওড়িষার টেস্টিং রেঞ্জে মিসাইল লাগাতার অনেক টার্গেট মিস করছে| ঠিক যেন কেউ আরেকটা মিরাকল সেন্সরের টার্গেট এর মধ্যে লাগিয়ে দিয়েছে |তার ফলে টার্গেট গুলো আগে থেকে মিসাইল এর পজিশন প্রেডিক করে নিতে পারছে |গোয়াং মিরাকেল সেন্সরের লজিকগুলো আরো একবার রিভাইস করার কথা

ভাবলো| গুয়াং এর কম্পিউটারে যত ডাটা সেন্সর কালেক্ট করেছে এখনো পর্যন্ত সব বের করা যায় | সব ডাটার উপর গুয়াং মিরাকাল সেন্টারের মডেল চেক করে দেখেছে পারফরম্যান্স ৯৯.৯% এসেছে | লাস্ট ডেটাতে পারফরম্যান্স একদম টেন পার্সেন্ট হয়ে গেছে | গোয়াং কারণ বুঝতে পারে না | তাহলে কি গুয়াং এর নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে? নাকি ওই পার্টিকুলার ডাটাতে মধ্যেই আরেকটা নেট চলছে? গুয়াং বুঝতে পারি, নিশ্চয়ই আরেকটা নেট এখানে চালানো হয়েছে যেটা টার্গেটের এর সাথে প্রপার্টি ম্যাচ করেনি | সেই জন্যই গোয়াংয়ের মিসাইল ঠিক করে কাজ করেনি |

ISBN: 978-93-6076-265-0

Printing Schee:
32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,2
0,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,1
2,21,10,23,16,17,14,19